একটা শিল্পী যদি দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে তার অডিয়েন্সকে টানতে না পারে, সে পাঁচ ঘন্টায়ও পারবে না'

পার্থ প্রতীম মজুমদার

তিনি মূক, কিন্তু সমস্ত অভিব্যক্তি তাতে ধরা; তিনি নিশব্দ, কিন্তু সদা সঞ্চারমান, তিনি নির্বাক থাকেন, কিন্তু মানবের সমস্ত আবেগ-অনুভূতি ব্যাঙময় তার মৌনতায়। মানুষের জীবনের ছোট-বড় সমস্ত অসঙ্গতি, মানবতার অপমান, অপ্রতিরোধ্য জীবনতৃষ্ণা, জীবনের হালকা মুহূর্তগুলো প্রকাশিত হয় তার নীরবতার আবরণে। মুখ ও মুখোশের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে, নৃত্যানুষঙ্গে সঞ্চারমান মানুষটি আমাদের নিয়ে যান চৈতন্যের গভীরে। কখনো হাসির আড়ালে, কখনো বেদনার মধ্যে দিয়ে।

যে মানুষটি মঞ্চমায়ায় আমাদের হাসান, কাঁদান, ভাসিয়ে তোলেন তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে, পুরু মেকআপ আর অদ্ভুত পোশাকের অন্তরালে মানুষটি একজন নিখাঁদ বাঙালি। অনুষ্ঠান শিল্পের এক বিশ্ববরেণ্য শিল্পী হয়েও মন পড়ে থাকে ছায়া শ্যামল সবুজ মাঠের বাংলার গ্রামে আর শুভানুধ্যায় আড্ড বাজ বন্ধু-বান্ধবদের সন্নিধানের আশায়। এই নিয়েই একজন পার্থপ্রতিম মজুমদার, প্যারিস প্রবাসী, কিন্তু বাড়ির পেছনের খোলা আকাশে খোঁজ করেন বাংলার মেঘ ভরা আকাশ। পার্থপ্রতীম মজুমদার সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমানের উপলব্ধি, পার্থপ্রতিমের শিল্পকর্ম পুরোপুরি নীরবতানির্ভর। কিন্তু তিনি এই নীরবতাকেই শিল্পমন্ডিত এবং কবিতা করে তোলেন, এ জন্যই তিনি এমন নন্দিত ও গৌরবদীপ্ত এক বাঙালি।

পার্থপ্রতীম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৪ সালে পাবনা শহরে। বাড়িতে শিল্পকলার আবহ ছিল। পিতা হিমাংশুকুমার বিশ্বাস ছিলেন ফটোজার্নালিস্ট। পার্থপ্রতীমের পূর্ব নাম ছিল প্রেমাংশু কুমার বিশ্বাস। ঠাকুরমা ডাকতেন ভীম বলে। ভেবেছিলেন হ্যাংলা-পাতলা ছেলেটি ভীমের মত গদাধর হয়ে উঠবে। কিন্তু হালকা-পাতলা গড়নই তার সম্পদ হয়ে উঠলো। শরীরকে দিল নমনীয়তা, মাস্টার আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন কর্পোরাল মাইম, পেন্টোমাইমের। মার্গসঙ্গীতগুরু বারীণ মজুমদারের দত্তক পুত্র হয়ে প্রেমাংশু হলেন পার্থপ্রতীম মজুমদার। পার্থপ্রতীম শিল্পী জীবনে অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছেন দেশ-বিদেশে। তার বিশ্বজয়ী তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত, কিন্তু অতৃপ্ত রয়ে গেছে তার শিল্প জিজ্ঞাসা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়ে পার্থপ্রতীম তার জীবনের নানা কথা অকপটে বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খসরু চৌধুরী**, ছবি **ডেভিড বারিকদার**

সাপ্তাহিক ২০০০ : মাইমে কিভাবে এলেন?

পার্থ প্রতীম মজুমদার : চন্দননগরে আমি থাকতাম। তো ছুটি-ছাটাতে যে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম তার বাবা বেঁচে ছিল বলে পূর্ণদাস রোডে তার আরেক ছেলে থাকতেন ডা. নরেন রায়, তার বড়িতে গিয়ে ছুটি ছাটাতে থাকতে হতো। তখন তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকত যোগেশ দত্ত। ওপর তলায় অরুণ মিত্র, সাগর সেন, সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়। একদিন হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম জানালার পর্দার বাইরে থেকে কে একজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁটে। অঙ্গভঙ্গি কি রকম করে। আমি ধরেছিলাম নির্ঘাত পাগল। একা একা এসব কি করে যাচ্ছে তার কি দরকার এসবের! আমার কাকীমাকে এসে বললাম পাগল নাকি এ লোক?

প্যারিসে পার্থ প্রতীম ছবি: আনোয়ার হোসেন

তিনি আমাকে বললেন, না না উনি বড় আর্টিস্ট। কথা না বলে উনি মনের ভাব, কবিতা বলো আর স্টোরি বলো উনি সেগুলো বলতে পারেন। আমার খুব মজা লাগল। উনি তখনও অবিবাহিত তারপর উনিও বাংলাদেশী, তাই খুব আদর করতেন। এরকম একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। উনি যেসব অনুষ্ঠান করতেন সেগুলোতে যেতাম। দেখলাম বেশ মজাই তো। কথা বলে না, মানুষ বেশ হাততালি দেয়। এটা ১৯৬৬ সালে। মান্না দের মতো অনেক গুণী শিল্পী সেই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। আমার খুব ভালো লাগত। আমি ওনাকে বললাম, আমি এটা শিখতে চাই। আমাকে উনি নিষেধ করলেন। বললেন, সায়েন্স থেকে পড়াশোনা করছিস। শিল্পী জীবন খুবই কষ্টের। তোর কাকার মতো বড় ডাক্তার হবি। বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে নিজের দেশে গিয়ে বড় ডাক্তার হবি। এদিকে আমি পড়াশোনাও করছি। পাশাপাশি ওনার সাথে ঘুরে অনুষ্ঠানে উনি যা যা করছেন তা আমি নিজে নিজে চন্দননগরে করি। এ করতে করতে দেশে চলে এলাম যেটুকু ওনার কাছে শিখেছি সেটুকু নিয়ে। তারপর মুক্তিযুদ্ধ, আবার কলকাতায় গেলাম। একেবারে পড়াশোনা শেষে চলে এলাম '৭২ সালে। ফিরে এলাম বারীণ মজুমদারের কাছে। উনি একমাত্র মেয়েকে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে ছিলেন। সম্পর্কে উনি আত্মীয়। বাড়িতে গিয়ে বললেন, এ ছেলেকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তিনি বললেন, আমি ওকে মিউজিক কলেজে ভর্তি করে দিই। ওর গানের গলাও আছে। আমি দেখবো কি করতে পারি। তারপর উনি আমাকে দত্তকপুত্র করলেন।

২০০০ : আপনার পৈতৃক উপাধি?

পার্থ প্রতীম : বিশ্বাস। আমার নাম ছিল প্রেমাংশু কুমার বিশ্বাস। হয়ে গেলাম পার্থপ্রতীম মজুমদার।

বাবার নাম ছিল হিমাংশু কুমার বিশ্বাস। ফটোগ্রাফার ছিলেন। ঢাকায় মিউজিক কলেজে থাকতাম। উদীচী শিল্পীগাষ্ঠী, আর ছায়ানট এই তিনটা গ্রুপই সেখানে মহড়া করত। মুক্তিযুদ্ধের তখন নাচের ডিরেক্টর আমানুল হক। অঞ্জনা, তিথি খন্দকার, নিলুফার, ফ্যান্সি, কচি, মাহফুজ, নিরঞ্জন, মনির ভাই আমাকে নিয়ে 'ব্যালেড অব বাংলাদেশ' নামে বিরাট প্রোডাকশন করলেন। বঙ্গবন্ধু সেটাকে গোল্ড মেডেল দিয়েছিলেন। ঢাকার যতো বড় বড় কর্মকান্ড ছিল বঙ্গভবন বা বড় বড় জায়গায় যেসব শো হতো তাতে আমাদের মিউজিক কলেজ এবং গণসাংস্কৃতিক পরিষদ অনুষ্ঠান করতাম। সে সুবাদে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সে যেসব ভাষণ হয়েছে তার আগে আমরা গান করতাম। এ করতে করতে আমি সেগুনবাগিচায় মিউজিক কলেজের ওপরে একটা অডিটরিয়াম ছিল যেটা আজকে দখল হয়ে সাত-আটটা বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে। যেটা এবান্ডেন্ট প্রোপার্টি হিসেবে মিউজিক কলেজকে দেয়া হয়েছিল। পরে বারীন মজুমদারকে বের করে দিয়ে ওটা দখল হয়ে যায়। আমি দোতলায় প্র্যাকটিস করতাম। আহসান হাবীব, টিভি প্রোডিউসার, উনি বিকেলে মাঝমধ্যে গান শুনতে আসতেন। তিনি আমাকে বললেন, তুই এটা চুপি চুপি করিস কেন? আলিমউজ্জামান দুলু ভাই, তিনিও প্রোডিউসার ছিলেন। আমাকে বললেন, পার্থ তুই টিভিতে কর। দুলু ভাইসহ অন্যদের চেষ্টায় হেদায়েত হোসেন মোর্শেদ, রিয়াজউদ্দিন বাদশা, আলী ইমাম, শাখাওয়াত মাহমুদ এঁরা অনুষ্ঠান করাতেন। এখানে গান করতাম, মাইম করতাম। এদিকে রঙধনু অনুষ্ঠান করলাম। এভাবে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আফজালের 'আপনপ্রিয়' অনুষ্ঠান শুরু করল, আমাকে ডেকে পাঠালো। পর পর এক একটা অনুষ্ঠানে স্লট উপস্থাপনা করতাম এখানকার বিভিন্ন সমস্যা, বাসযাত্রী, পরীক্ষায় নকল, পানি সংকট, স্টেডিয়ামে গোলমাল, মুক্তিযুদ্ধ, পঙ্গু হয়ে গেছে– তাদের ওপরে। সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে প্রচুর আইটেম করি, তখন বিচিত্রার সম্পাদক ছিলেন শাহাদত ভাই। উনি আমাকে বললেন, এগুলো তো সব মানুষ বোঝে না, তুই একটা লেখা দে। তারপর আমার তিনটা ফেস এক্সপ্রেসন দিয়ে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে মাইমের ওপর একটা লেখা ছাপালেন। পূর্বকোণ, চিত্রালীও আমার ওপর ইন্টারভিউ ছাপে। তারপর ওবায়দুল হক সাহেবের ছেলে মাছুদুল হক অবজারভারে একটা ইন্টারভিউ ছাপল। এটা মানুষের মনের ওপর একটা ভালো প্রতিক্রিয়া হলো।

২০০০ : এই প্রতিক্রিয়া তরুণদেরও অনুপ্রাণিত করছিল...

পার্থ প্রতীম : সেটা তো অনেক পরে। আমি যখন চলে গিয়েছ তার ঠিক আগের মুহূর্তে '৭৯-'৮০ সালে। তো আমি যে আইটেমগুলো করতাম ওরা সেগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোর অনুষ্ঠানগুলোতে করত। আমাদের নাট্যচক্রেই আমি মাইম শিখাতাম, ওরা সেখানে আমার ছাত্র ছিল। সাধারণ জনতার শিক্ষা হয়ত কম, কিন্তু তাদের টেস্ট আছে। একটা শ্রেণী সব সময় আমাদের সাপোর্ট দিয়ে গেছে। উদীচীর কর্মী ছিল শংকর সাঁজোয়াল, সেলিম ভাই।

এই যে আমি পেইন্ট করছি বা ড্রেস পরছি, কিন্তু মুখে যে সাদা মাস্কটা নিচ্ছি এটা গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত

আমাদের বরগুনায় পাঠিয়েছিল অনুষ্ঠান করতে। আমার এখনও মনে পড়ে বরিশাল থেকে আমরা লঞ্চ বদলে ছোট্ট একটা লঞ্চ দিয়ে বিকেলের দিকে বরগুনায় গিয়ে পৌঁছেছি। সেখানে আমাদের ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে একটা সিনেমা হলে শো হয়েছিল। তারা পা তুলে চেয়ারের ওপর বসে হ্যাঁ করে অবাক বিস্ময় নিয়ে আমার অনুষ্ঠান দেখছিল। মাইমটা ছিল খুব আত্মিক। এটা তাদেরই অনুষ্ঠান ছিল। এই যে আমি পেইন্ট করছি বা ড্রেস পরছি, কিন্তু মুখে যে সাদা মাস্কটা নিচ্ছি এটা গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। হাজার হাজার বছর আগে থেকে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে এই মূকাভিনয়ের উল্লেখ আছে। তারপর এটা নাচের ফরমেট হয়ে এসেছে। আজকের কথাকলি, ভারত নাট্যম বলেন আর যাই বলেন, সবই কিন্তু নাচের ছন্দের বিষয়টা নিয়ে। অভিনয় পুরোপুরি ফুটে ওঠে।

‘বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, সুযোগ মনে হয় সবার জীবনেই আসে এবং সে সুযোগটাকে আমি নষ্ট হতে দেইনি’

এই মাইমের জন্ম হাজার হাজার বছর আগে। আজকে যখন আপনি চিত্রের দিকে তাকাবেন সেগুলো যেন জীবন্ত করে আপনাকে কোনো কিছু এক্সপ্লেইন করছে। মার্সাল মার্সো, যাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মাইম আর্টিস্ট বলা হয় তার কথায় মাইম শুধু একটা কালচার, ভাস্কর্য শিল্প, পেইন্টিং থেকে-- কত হাজার বছরের পুরনো একটা পেইন্টিং থেকেও আমরা একটা এক্সচেইঞ্জ রূপটা আমরা গ্রহণ করছি। একটি শিশুকে যখন একটা ফুল দেয়া শিখাই, গ্লাস দেয়া শিখাই প্রত্যেকটি বাচ্চার রূপ কিন্তু আলাদাভাবে ফুটিয়ে তুলি। সেখান থেকেও আমরা শিখছি। আমরা যে তাদের শেখাচ্ছি তা নয়, ওরাও আমাদের সেটা দিচ্ছে অচেতনভাবে। একটা সরলতা নিয়ে একটা মানুষকে, একটা জিনিসকে হিট করা। আপনি আধুনিক যুগে চিন্তা করে দেখেন, আপনি এখন প্যারিসের কথা বলতে পারেন। আমেরিকায় আপনারা কারো কাছে প্রয়োজনীয় কিছু করতে পারছেন, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারছেন। টেকনোলজি কত উন্নত হয়েছে। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন টেকনোলজি আপনাকে আপনার আত্মিক তৃপ্তিটা দিচ্ছে? দিচ্ছে না। আমি যখন বলি, কি ভাই কেমন আছেন? তখন আপনার চোখের একটা ব্যাপ্তি-- মুখের হাসি। আমরা যে কথা বলি সেটাও এক্সপ্রেশন দেহ দিয়ে, ফেস দিয়ে তুলে ধরি। এটা অবচেতন মনে ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং মাইমটার জন্ম আদিকাল থেকে। যখন ভাষা ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে। সে তার আকার-ইঙ্গিত দিয়ে, ভঙ্গিমা দিয়ে শত্রু আসছে, কি করে পরাস্ত করবে, ক্ষিদে পেয়েছে— এসব জানাতে পারে।

মাইম পৃথিবীর এক পুরনো শিল্প। পৃথিবী যতদিন বাঁচবে মাইমও ততদিন বেঁচে থাকবে। কারণ মাইম হচ্ছে পুরোপুরি ভেতরের জিনিস বলতে পারেন। আজকে আপনি ক্ষিদে পেলে হাসি দিয়ে বলতে পারেন না, হা: হা: ক্ষিদে পেয়েছে। আপনি মুখের আকুতি দিয়ে বলেন, ভাই আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এছাড়া এটি বিশ্বাসযোগ্য না। কথার সঙ্গেও আজকে এ মাইমটা দিয়ে আমাদের প্রুফ করতে হচ্ছে এটা বিশ্বাসযোগ্য।

২০০০ : মাইমের এ দেশে প্রচলন ছিল না আপনি কেমন করে এই পেশাকে বেছে নিতে সাহস পেলেন?

পার্থ প্রতীম : সাহস পেয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমরা হয়তো এত বিশাল ধনী ছিলাম না। কিন্তু আমার বাবা উচ্চ মধ্যবিত্তের ঘরে আমাদের সুন্দর খাওয়া-পরা দিয়ে মানুষ করেছিলেন। এবং আমার বাবার সাপোর্টটা সব সময় ছিল। পরবর্তীকালে বারীণ মজুমদারের মতো এমন একজন গুণী শিল্পী যার ব্যাক গ্রাউন্ড সবাই জানেন, পাবনার বিশাল জমিদার ছিলেন। তার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে মিউজিক কলেজ তৈরি করেছিলেন। আজ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে এত শিল্পী তৈরি হচ্ছে, তার অবদান তো কম নয়। শুধু বারীণ মজুমদারের কথা বলছি না, মীর কাসেম খান থেকে আরম্ভ করে যারা কিছু করে গেছেন দেশের জন্য সবাই আমার শ্রদ্ধেয়। আমি তার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, পুত্রস্নেহ পেয়েছিলাম। আমি তার বাড়িতে মিউজিক কলেজে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। নিজের ছেলের মতো ইলা মজুমদার, বারীন মজুমদার আমাকে মানুষ করেছেন, পরবর্তীতে সম্ভব হয়েছে দশটা জায়গায় পরিচিতি হবার, বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করার, বঙ্গবন্ধুর অনুষ্ঠানে গান গাইতে যাওয়ার।

২০০০ : আর্থিক টান ছিল না?

পার্থ প্রতীম : আর্থিক টান ছিল না, যেহেতু পেটে ভাতটা ছিল, বাড়িতে ভাতের টানটা ছিল না, তা ছাড়া বাড়িতে আমার ওপর কোনো এক্সপেকটেশনস ছিল না যে, পয়সা কামিয়ে আমার সংসার চালাতে হবে।

২০০০ : তখন এমন একটা বয়স যে বয়সের টানে মানুষ কিছু একটা প্রফেশন বেছে নেয়-

পার্থ প্রতীম : আসলে ঘটনা হয়েছে কি, ঠিকই বলেছেন ঐ সময় একটা মানুষের জেদ থাকে। আমার বাড়িতে, বারীণ মজুদারের কাছে নাগরিকের আল মামুন, ফারুক আহম্মেদ এরা আমাদের বাড়িতে থাকতেন। আমরা এক সময় ঠিক করেছিলাম মিউজিক কলেজে থাকাকালীন সময়ে, আমরা পালিয়ে কোথাও চলে যাব। হেঁটে হেঁটে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। একবার ঠিক করলাম আজমির শরীফ যাব। তো টুপি

পাঞ্জাবি লাগিয়ে জিয়ারত করে দিল্লিসহ অনেক জায়গায় ঘুরে এলাম। আসলে চাওয়া-পাওয়া ছবির মতোই ব্যাপারটা-- আমার ট্রেন স্টেশনে আসার আগেই চলে গেছে। ঘটনাচক্রে এই মানুষের ভালোলাগার কারণে পত্রপত্রিকা আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে। একটা ইম্পপিরেশন তৈরি হয়েছে আমার মনে তখন টাকার কথা চিন্তা করিনি। একটা প্রোগ্রাম করবো ভালো করতে হবে, মনে হয়েছে অনুষ্ঠান করতে করতে যেন মরে যাই। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে মনে হতো এটাই যেন শ্রেষ্ঠ প্রোগ্রাম।

২০০০ : এ জেদটা পেশায় নিয়ে এলো?

পার্থ প্রতীম : ভাগ্য একটা মানুষকে কখনো কখনো হঠাৎ করে চান্স করে দেয়। এটাকে বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, সুযোগ মনে হয় সবার জীবনেই আসে এবং সে সুযোগটাকে আমি নষ্ট হতে দেইনি। এ-ই নেশাকে পেশায় পরিণত করেছে।

ড্রামা সার্কেলের মেম্বার ছিলাম। আজকে বাংলাদেশে আমার দুঃখ লাগে যে লোকটি গ্রুপ থিয়েটারের এখানে জন্মদাতা সেই বজলুল করীম, তার কথা কেউ বলে না। এটা আমাকে খুব দুঃখ দেয়। কারণ যার যেটা প্রাপ্য সেটা তো তাকে দিতেই হবে। ইতিহাস কিন্তু মিথ্যাকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেয় না।

দর্শনীর বিনিময়ে আমি '৭৪ সাল থেকে মাইম শুরু করি। '৭৭-'৭৮-এর দিকে যখন নাটকের টিকেট ৫ টাকা ১০ টাকায় বিক্রি হতো, তখন আমার শো'র টিকেট ১০-২০-৫০ টাকায় বিক্রি হতো। এবং আমর শো হাউজফুল হতো। এমনকি ডেকোরেটারের কাছ থেকে চেয়ার ভাড়া করে পেছনে দেয়া হতো। এটা আমাকে খুব ইম্পপায়ার করত। অঁলিয়স ফ্রাসেজের ডিরেক্টর জেনারেল ফ্রান্স অ্যাম্বাসেডারের অনুরোধে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে পর পর তিনটি শো করান। প্রস্তাব করেন প্যারিসে যাবার চেষ্টা করতে। তখন আমি বললাম, আমার তো যেটুকু ট্রেনিং পাবার দরকার সেটুকু ইন্ডিয়াতে নিয়েছি। মাঝেমধ্যে আমি যোগেশ মাইম একাডেমিতে গিয়ে ট্রেনিং নেই, আবার সেখানে শেখাইও। তখন ওরা বলল, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব।

২০০০ : এসব করতে গিয়ে কি বাধা পেয়েছেন, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক?

পার্থ প্রতীম : ধর্মীয় বলব না। কারণ সেটা তো আমার সামনে কেউ বলছে না। যেটা হয়েছিল; আমি যখন যাওয়ার চেষ্টা করছি, মাকে বললাম, আমি আমার কাগজপত্র জমা দিয়েছি। তখন পাবলিক লাইব্রেরি ছিল কালচারাল মিনিস্ট্রিতে। ওরা জানে যে ফাইলটা যাবার কথা এক্সটারনাল মিনিস্ট্রিতে, যাস্ট অ্যাম্বাসিকে একটা ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে যে, পার্থপ্রতীম মজুমদার প্যারিসে মাইমের ট্রেনিং-এ গেলে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই। এইটুকুই তাদের দায়িত্ব। তারা স্কলারশিপও দিচ্ছে না, টাকাও দিচ্ছে না । ছয় মাস আমার ফাইল সেখানে পড়ে ছিল। তারপরে নাগরিকের আলী জাকের, নূর ভাই, আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার– এরা খুব সুপারিশ করে এবং কবির চৌধুরী সাহেব বলে দিয়েছিলেন, পার্থর ব্যাপারটা একটু দেখো। এদিকে দুটো সেশন চলে গেছে প্যারিসে। ১৪ জুলাই ওদের স্বাধীনতা দিবসে শেরাটনে ফ্রান্স অ্যাম্বাসেডারের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তিনি বলেন, তোমাদের একসেপটেন্স চিঠি আজ পর্যন্ত পেলাম না, এটা দুঃখজনক ব্যাপার। আতাউর রহমান সাহেব এক্সটার্নাল মিনিস্ট্রিতে সঙ্গে করে নিয়ে যান। দেখা গেল যার কাছে আমার ফাইল ছিল তিনি সেটা টেবিলের ড্রয়ারে লক করে ইন্দোনেশিয়াতে তিন মাসের ট্রেনিং-এ চলে গেছেন। আবার নতুন ফাইল তৈরি করেছি। এ সময়টা আমি খুব হতাশার মধ্যে কাটিয়েছি।

'মনে হয়েছে অনুষ্ঠান করতে করতে যেন মরে যাই। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে মনে হতো এটাই যেন শ্রেষ্ঠ প্রোগ্রাম'

অনুষ্ঠানে বাধার কথা যদি বলেন তো শিল্পকলা একাডেমিতে কিছু ছোটখাট ঘটনা আছে যেটা এ পর্যায়ে এসে বলতে চাই না।

২০০০ : আপনার পরে নতুন কেউ আসবে, তাদেরকেও যদি বাধার সম্মুখীন হতে হয়...

পার্থ প্রতীম : আমাদের বিদেশ থেকে একটা স্কলারশিপ এলেও আমাদের এখানকার প্রশাসন বিমাতাসুলভ ব্যবহার করে। আমি বলব না, আমি হিন্দু বলে করেছে। সবার ব্যাপারেই একই। বড় কথা হচ্ছে, ঐ মিনিস্ট্রিতে আপনার লোক থাকতে হবে যে ফাইলটা সই করবে। তাদের সবারই ধারণা, আমার আত্মীয় কেউ যাবে না, আমার কি মাথাব্যথা।

২০০০ : মাইম করতে হলে কোন বিষয়গুলো জরুরি মনে করেন?

পার্থ প্রতীম : ছোটবেলা থেকেই হালকা-পাতলা গড়নের অধিকারী হতে হবে। জন্মগতভাবে একটা মানুষ কিছু ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মায়। তারপর তার পারিপার্শ্বিকতা, তার ফ্যামিলি– সব মিলে তাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসে।

যেটা মিনিমাম দরকার তাকে খুব সেনসেটিভ হতে হবে। খুব সূক্ষ্ম জিনিস তাকে ফিল করতে হবে। জিমন্যাস্টিক রপ্ত করতে হবে। বডিটাতে ইলাস্টিক তৈরি করতে হবে। ভেতরের সেনসেশনটা খুব সূক্ষ্ম হতে হবে যেটার এক্সপ্রেসনটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। আপনার সবকিছু ভোঁতা, শরীর মোটা, আপনি নাচ শেখেননি, নাটকের ধারণা না থাকলে মাইম হবে না। মাইম একাধারে সব শিল্পকে নেয়। আবার প্রত্যেকটি শিল্প মাধ্যমের মাইম হচ্ছে প্লাটফরম। মাইম না শিখলে একটা লোক নাচ করতে পারবে না। নাটক করতে পারবে না। যোগেশ দত্ত'র পর মার্সোর গুরু যার কাছে আমি প্রথম মাইম শিখতে যাই তিনি হচ্ছেন মডার্ন মাইমের জন্মদাতা। তার নাম এথিয়েন ডুপরো। তার কাছে এক বছর কর্পোরাল মাইম শিখি। কর্পোরাল মাইম হচ্ছে এমন একটা জিনিস অর্থাৎ মুখে কোনো এক্সপ্রিয়েশন থাকবে না, বডিটাকে কতভাবে ভাঙা যায়, বিভিন্ন ফর্মে; সে জিনিসটাকে আমার শিখতে হয়। মার্সোর কাছে গিয়ে শিখেছি এক্রোবেট, শোর্ড ফাইটিং ব্যালে শিখতে হয়েছে সপ্তাহে চার ঘন্টা। পেন্টো মাইম শিখতে হয়েছে, নাটক শিখতে হয়েছে, সুইমিং করতে হয়েছে। জগিং করতে হয়েছে। মানে বডিটাকে ফিট রাখার যত রকম কসরত রয়েছে সেগুলো করতে হয়েছে, শিখতে হচ্ছে।

২০০০ : মাইম কত রকমের। একটু

মেকআপের অন্তরালে পার্থ প্রতীম

মেকআপ নেয়ায়রত পার্থ প্রতীম

ব্যাখ্যা করে বলেন।

পার্থ প্রতীম : কর্পোরাল মাইম হচ্ছে দেহটাকে কতভাবে ভাঙা যায়। পুরো এক্সপ্রেসনটা দৈহিক, ফেসিয়াল না। পেন্টো মাইম হচ্ছে কমেডিয়া দেল আর্তে, ইটালিয়ান সেই কমেডি থেকে এসেছে। যেখানে এক একটা চরিত্র তৈরি হতো। ড্রেসআপ, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করতো।

মাইম হচ্ছে Total শৈল্পিক রূপ। আপনি কখনো ছোট করে পেন্টো মাইমের একটা দিক ব্যবহার করতে পারেন, কর্পোরাল মাইম করতে পারেন, আবার পুরো কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাস আপনার দেহ দিয়ে করে দিলেন। কিন্তু পরিমিত। ছ্যাবলামো থাকবে না এর মধ্যে। পেন্টো মাইমের মধ্যে কিন্তু ব্যাসিকেলি 'রগড়' জিনিসটা আছে।

২০০০ : মাইমটা তো একটা থিয়েটার ফর্ম...

পার্থ প্রতীম : হ্যাঁ। আমি একটা মাইম করি যেমন বাস যাত্রী। আমি পান খেয়ে পিক ফেলছি। আবার ঘুরে গিয়ে কলা খেয়ে একটা লোক ছালটা ফেলে দিয়ে গেল, ওকে আমি সমালোচনা করছি। দেখালাম ব্যাটা কলার ছালটা ফেলে দিয়ে গেল। মানে আমি আমার সমালোচনাটা দেখছি না। কিন্তু সেটা দেখাতে আমি ছ্যাবলামো করে করবো না। খুব শৈল্পিক এবং যতখানি মার্জিতভাবে তুলে ধরা যায়। যে শিল্পের ব্যাপারে আপনি জানেন না বা যে বিষয়ে ডেপথ্ নেই সে জিনিসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঠিক না।

২০০০ : কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে স্ট্রাইক করে, যেগুলো আপনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চান মাইমের মাধ্যমে।

পার্থ প্রতীম : মাইম মানুষকে নিয়ে যেতে চায় স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তবতাকে ভুলে নয়। কারণ আমি সব সময় চেয়েছি মানুষের সমস্যাগুলোকে কারেক্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে। আপনি যদি বলেন আপনি কি এর সমাধান দিয়েছিলেন, আমি বলব দেইনি। সমাধান দেয়ার দায়িত্ব শিল্পীর না।

আপনারা দেখেছেন আমি চাইল্ড অ্যাবিউজের ওপরে 'দুঃস্বপ্ন' ১৯৯৪ বলে বিরাট প্রডাকশন করেছিলাম। আড়াই মাস ধরে নিজের খরচে এখানে থেকে। প্যারিস থেকে যখন রওয়ানা দেই তার তিন মাস আগে আমার মেয়ে হয়েছে। হঠাৎ করে দেখলাম, টেলিভিশন পর্দায় একটি ছোট্ট মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে নিয়েছিল। লেকের পাড়ে তাকে রেপ করে মেরে রেখে গিয়েছিল। সেটা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। আসলে মানুষের সমস্যা যদি তার নিজের হয় তখন ব্যাপারটি গুরুত্বের একটা বিশেষ মাত্রা পায়। আপনার নাকের ওপর একটা ব্রণ হলে আপনার মনে হবে এতবার আমি নাকটাকে নড়াই! হাতে একটু ব্যথা হয়েছে। এ হাতটা আমি এতবার নড়াই। আগে তো এটা ফিল করিনি। আসলে যখন যেখানেই ব্যথা লাগে মানুষ সেটাকে ফিল করে এত ব্যথা।

আমার মেয়েটা যখন হলো তখন আমি অনুভব করলাম, এই ঘটনাটা যদি আমার মেয়ের হতো তবে আমি কি করতাম!

এখানে এসে অলিয়ঁস ফ্রসেজে যখন ক্লাস নিচ্ছি কলকাতা থেকে কেউ আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে এসেছিল সেটা পড়ছিলাম। পড়তে গিয়ে দেখলাম, পুরুলিয়ার একটি চার বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তার দু'দিন পর এখানকার একটি পত্রিকায় বরগুনার দিকে একটি ৬/৭ বছরের মেয়েকে রেপ করেছে। ফরাসি দেশে এটা লিড স্টোরি করা হয়। আর আমাদের দেশে বাড়ি গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেয় সেখানে ছোট্ট করে নিউজ হয়েছে। ধর্ষণকারী পলাতক বলে নিউজ খালাস। আমি এসেছিলাম সলো পারফরমেন্স করতে, কিছু ছেলেমেয়েকে ট্রেনিং দিতে। তখন মোরশেদুল ইসলাম আমাকে বলল, অনেক দিন থেকে বড় পারফরমেন্স করেন না। লিটল থিয়েটারের পক্ষ থেকে আপনার একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

আমি যখন সলো শো করতে যাব তখন ভাবলাম ৬০/৬৫টি ছেলে এসেছে আমার কাছে ট্রেনিং নিতে। এদের নিয়ে তো চাইল্ড অ্যাবিউজের ওপর বিরাট প্রোডাকশন করতে পারি। মাইম উইথ ড্রামা। ছোট গল্প হচ্ছে মাইম। উপন্যাসকে আমরা মাইমো ড্রামা বলি। যেটা মার্সোর কাছ থেকে আমরা শিখেছি। এটা আমাদের নতুন ইনোভেশন এটা করতে আমরা মার্সোর সাথে সারা পৃথিবী ঘুরেছি। এখানে আমি শুরু করলাম হাঁটা। যে প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ হাঁটছে। তাদের ড্রেস ছিল আমার ডিজাইনে করা। কখনও মানুষ নরমাল ওয়েতে হেঁটে যাচ্ছে। কালার পরিবর্তন হচ্ছে। মানে যুগ বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে মানুষ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা তুলে ধরি। তারপর দেখাই যে একটা বাচ্চা মেয়ে সে উঠে আসছে। সমাজের কিছু খারাপ লোক বেরিয়ে এসে পশুর মতো বাচ্চা মেয়েটাকে রেপ করছে। বাবা শুনে ছুটে গিয়ে আবিষ্কার করলেন বাচ্চাটা বেঁচে আছে কিন্তু রেপড্ হয়েছে। সে সমাজের কাছে প্রটেস্ট করতে চাচ্ছে। আমাদের সমাজে আজকেও আছে যারা সত্যের পথে তারা যে সমাজে সমাদর পায় তা নয়। কিছু মানুষ তার পেছনে লেগে থাকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়। তো আমি সেখানে দেখাতে চেয়েছি মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, ঘৃণা তা কিন্তু

আজকের মডার্ন এইজে বসেও পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের পোশাকে। খালি গায়ে ছিলাম। গাছের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকতাম। আবার আমরা উলঙ্গ হচ্ছি। ইতিহাস কিন্তু ফিরে আসে। আমাদের এখানকার এক সাংবাদিক আমাকে বলেছে, এ আমাদের দেশে হয় না। এটা আপনি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের ছবি আমাদের দিচ্ছেন।

২০০০ : টেলিভিশন মিডিয়া কি স্টেজ অনুষ্ঠানকে সংকুচিত করে দিচ্ছে না?

পার্থ প্রতীম : আপনি অবশ্যই বিশ্বাস করবেন এদেশ যদি আমার মা হয় তবে ফ্রান্স আমার স্টেপ মাদার। আমি যে দেশে থাকবো, যে দেশের খাব আর সে দেশের গাল দিয়ে যাব তা তো হয় না। যতই কথা বলি মঞ্চ, মঞ্চই। টেলিভিশন টেলিভিশনই। আপনি ৭২টি চ্যানেল দেখেন আর যাই দেখেন। স্টেইজ পারফরমেন্সে যারা মজা পায় তারা কখনও টিভি অনুষ্ঠানে মজা পায় না। ফরাসি দেশ তো বাংলাদেশ থেকে অনেক উন্নত। সে দেশে স্টেজ শো এত হাউজফুল হয় কেন? তাদের বাড়িতে কি টিভি-ভিসিআর নেই? তারা সব দেখতে পারে কিন্তু দেখতে চায় না।

তারা ডাইরেক্ট আন্তরিকতাটা চায়। স্টেজে একটা ভালো নাটক যদি হয় সেখানে মানুষ যাবেই। দীনতা এসেছে আমাদের নাটকে, মাইমে বা নাচে যে কারণে মানুষকে আমরা টানতে পারছি না। বাংলাদেশে মানুষ অল্পতে খুব খুশি। প্রসঙ্গত পরে একটা কথা বলি আমাদের দেশে জনগণ যতদিন দ্রুত রাস্তা দিয়ে চলতে না পারবে ততদিন দেশের উন্নতি হবে না। মানুষ তার যেটুকু প্রয়োজন তার জন্য বাইরে যায়। বাইরে গেলে ছিনতাইয়ের কবলে পড়তে পারি, রিকশা পেতে না পারি। জ্যামে পড়তে পারি। তাই ও করে কি বাড়িতে এসে টিভিটা অন করে বসে থাকে। কি দরকার ধুলাবালির মধ্যে বাইরে গিয়ে মারামারি করা। তারপর দেখেন ৩০ বছর হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে থিয়েটারের ভালো অডিটরিয়াম এখনও দেশে তৈরি হয়নি। শিল্পকলা একাডেমিতে একটা হচ্ছে তো হচ্ছেই। এটা আমি বিদেশে আছি এ জন্য বলছি না। আমাদের দেশের কিছু কিছু জিনিসের কোনটা প্রায়োরিটি সেটা তৈরি করতে হবে। মানুষকে টিকেট কেটে রিল্যাক্স মুডে নাটক দেখার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। আপনাকে শিক্ষিতের জন্য কমফোর্ট দিতে হবে, দর্শকদের কমফোর্ড দিতে হবে প্লাস তার যাতায়াত ব্যবস্থাটাও নিরাপদ করতে হবে।

২০০০ : মাইম দেখতে হলে দর্শককেও তো এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পী, দর্শক উভয়ের বোধটা কাছাকাছি হওয়া দরকার।

পার্থ প্রতীম : আমি এই শিল্পটা '৭৪ সাল থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত এদেশে করে গেছি; এ শিল্পটাকে জনপ্রিয় করে তুলতে। তাতে দর্শকরাও এগিয়ে এসেছে। দর্শকরা নতুন কিছু চায় সব সময়।

২০০০ : মানুষ কিন্তু সব সময় একটা গল্প চায়।

পার্থ প্রতীম : গল্প চায়। মানুষ সেটাও চায় যাতে সে সহজে বুঝতে পারে। আমি যদি এখন ক্লাসিক্যাল আর কর্পোরাল মাইমে চলে যাই তা হলে হবে না। সেটায় যাব আরও পরে যখন এ দেশে ও আর দশটা আর্টিস্ট তৈরি হবে। তখন আমি তাকে আরও গভীরে নিয়ে যাব। সুতরাং শিল্পীরও দায়িত্ব দর্শককে তার ম্যাসেজটা পৌঁছানো। আমার দুঃখ লাগে, আমি প্রতি এক দেড় বছর পরপর পয়সা খরচ করে আসি, কষ্ট করে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ৫০/৬০ টা করে ছেলে তৈরি করে দিয়ে যাই। আপনি বলবেন এটাতে তো তৈরি হলো না। কিন্তু তাকে তো এক নাগাড়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি আপনাকে একটা জিনিস শেখাচ্ছি। ঐ যে যোগেশ দত্তকে জানালার পর্দার নীচ দিয়ে দেখতাম, দেখে আমি প্র্যাকটিস করতাম। এই যে ভক্তিটা আমার ছিল। আজকে মার্সো বা যোগেশ দত্তকে যে কোনো জায়গায় দেখলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। এটা আমার শ্রদ্ধাবোধ। এই শ্রদ্ধাবোধটা আমাদের দেশে খুব কম।

২০০০ : এখন তো এদেশে কেউই মাইম করছে না?

পার্থ প্রতীম : সত্যি কথা বলতে কি এখানে যারা শুরু করেছিল আমার প্লাটফর্মটাকে তারা লিফট হিসেবে ব্যবহার করেছিল। কেউ এখান থেকে বিদেশে চলে গিয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে বেড়ায়।

২০০০ : মাইমের ব্যাপারে কোন গুরুমুখী বিদ্যা কাজ করে?

পার্থ প্রতীম : আমি যদি এখন মার্সোর দিক যেতাম তবে মার্সো হয়ে যেতাম। প্রতিটা শিল্পীকে নিজের মত হয়ে উঠতে হয়। আজকে আমাকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। মাইম করতে গিয়ে আজকে যে সম্মান পেয়েছি আমি এখনও যদি মরে যাই তা হলেও আমার দুঃখ থাকবে না।

২০০০ : একটি পত্রিকা লিখেছে অক্সিডেন্টাল এবং অরিয়েন্টাল আর্টকে আপনি একত্রিত করেছেন, এক ধরনের ফিউসন কোন বিষয়গুলো...?

পার্থ প্রতীম : আমাদের দেশের নাচের যে মুদ্রা সেটা একটা দিক। আমি কথা না বলে এক গ্লাস জল খেয়ে দেখিয়ে দিলাম। মার্সোর কাছে গিয়ে শিখলাম টাইম, স্পেস এবং মিউজিক্যাল দিকটা। একটা ফুল তুলবেন সঙ্গে সঙ্গে একটা রিফ্লেকশন দেবেন। আপনার সঙ্গে সঙ্গে পাবলিকও সেটার গন্ধ বুঝতে পারবে।

২০০০ : একটা প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার কতক্ষণ আগে থেকে কনসেনট্রেশন করেন?

পার্থ প্রতীম : আমাকে এখন যদি বলেন রেডি স্টার্ট, আমি এখনই শুরু করতে পারবো। এক্স-পেরিয়েন্সটাই আসল। আপনি যদি বলেন, পার্থ আপনি এরকম একটা আইটেম তৈরি করতে বলেন, দুই মিনিটের মধ্যে এইটুকু একটা জিনিস তৈরি করে দিতে বলেন সেটুকু করার ক্ষমতা আমার হয়ে গেছে। কারণ আমি ২৭ বছর ধরে মাইম করি।

একটা শিল্পী যদি দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে তার অডিয়েন্সকে টানতে না পারে, সে পাঁচ ঘন্টায়ও পারবে না। আপনাকে তিন মিনিটের মধ্যে এমন কিছু দেখাতে হবে যেন সে আপনাকে দেখতেই এসেছিল।

২০০০ : সব সময় তো মানুষের মনের স্থিতি একরম থাকে না...।

পার্থ প্রতীম : আপনি, ঢাকায় যদি বলে রিকশা দাবড়িয়ে এসে কিছু করতে আমার এক্সপেরিয়েন্সের জোরে হয়তো পারবো কিন্তু এটা ভালো হবে না। আপনাকে ভালো কিছু করতে হলে একটা পয়েন্টে যেতে হবে যেখানে আপনি সম্পূর্ণ একা।

২০০০ : দেশের রাজনীতি কি আপনাকে কোনোভাবে স্পর্শ করে?

পার্থ প্রতীম : ব্যথা দেয়। প্যারিসে ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল খেলার সময় আমি বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম । অনেকে বলেছে, তোমার দেশ তো খেলতে আসেনি তুমি কেন পতাকা নিয়ে এসেছ। আমি বলতাম আমি মরে যাব। আমার দেশ কখনো তো খেলতে আসবে। তাদের জন্য পতাকা দেখিয়ে নিয়ে গেলাম।